

তারিখ: ০৫ জুলাই, ২০২২

স্মারক নং: রিহাব/প্রঃডেভে:০০৭/সকল সদস্য-২/২০২২/২২৬৭৮

বরাবর

সম্মানিত সকল সদস্য

রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহাব)।

বিষয়: নির্মাণাধীন প্রকল্পের অভ্যন্তরে ও চারিপার্শ্বে জমে থাকা পানিতে এডিস মশা নিধনে করণীয় ও দিক নির্দেশনা অনুসরণ প্রসঙ্গে।

জনাব,

রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহাব) এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আপনারা অবগত আছেন যে, ভূমির সাথে সংযুক্ত নয়, এমন স্থানে জমে থাকা পানিতেই এডিস মশার বিস্তার লাভ করে। আবাসন শিল্পটি যেহেতু নির্মাণ সংশ্লিষ্ট, সেহেতু নির্মাণাধীন প্রকল্পের অভ্যন্তরে ও চারিপার্শ্বে জমে থাকা পানিতে এডিস মশা নিধনে সতর্কতা অবলম্বন করা অতি-আবশ্যিক। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিশেষভাবে সতর্কতার সাথে অনুসরণের জন্য এডিস মশার প্রকোপ বন্ধ করার লক্ষ্যে নিম্নে উল্লেখিত দিক-নির্দেশনা অবহিত করা যাচ্ছে।

- ১। নির্মাণাধীন ভবনের লিফট কোর এর খালি জায়গায় যেন পানি জমতে না পারে, সেজন্য লিফট লাগানোর পূর্ব পর্যন্ত বালি দিয়ে স্থানটি ভরাট করে রাখতে হবে।
- ২। বেজমেন্টে, ছাদে কিউরিং-এর বন্ধ পানি, ড্রেন, ভবনের পিছনের স্থান, ব্যালকনি ও সানশেড-এর উপর জমে থাকা পানিতে আবশ্যিকভাবে নোভালিউরন/ব্লিচিং পাউডার/লবন/মসকিটন ট্যাবলেট ব্যবহার করতে হবে।
- ৩। সোলার প্যানেলের নীচে, পানির ট্যাংকির নীচে, ফুলের টবে, রঙের কৌটা, চারপার্শ্বের ড্রেন ও চৌবাচ্চা সহ অন্যান্য আবদ্ধ জায়গায় কোন ভাবেই পানি জমতে দেওয়া যাবে না।
- ৪। এছাড়াও প্রকল্পের অভ্যন্তরে ও চারিপার্শ্বে জমে থাকা পানি প্রতি ৩ (তিন) দিন পরপর ফেলে দিতে হবে বা পরিবর্তন করতে হবে।

রিহাবের দিক-নির্দেশনা অনুসারে সকল রিহাব সদস্য প্রতিষ্ঠানকে নতুন ভবন নির্মাণ ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এডিস মশা নিধনে আবশ্যিকভাবে প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তাকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। অন্যথায় আপনার প্রতিষ্ঠান শুধু জরিমানার সম্মুখীন হবে না, একই সাথে যা আপনার প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ও সুনাম নষ্ট করবে।

এমতাবস্থায়, নির্মাণাধীন প্রকল্পের অভ্যন্তরে ও চারিপার্শ্বে জমে থাকা পানিতে এডিস মশা নিধনে উল্লেখিত নির্দেশনা অনুসরণ করার জন্য বিশেষভাবে ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে

আলমগীর শামসুল আলামিন (কাজল)

প্রেসিডেন্ট

রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহাব)।

